47

তারিখ ... 01 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬

দৈনিক ইত্তেফাক

বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ প্রদারে বিলম্বের অবসান চাই

বাংলাদেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ সরকার প্রদান করিয়া থাকেন। দুঃখজনক হইলেও সত্য, এই প্রদানের ব্যাপারটিতে 'না দিয়া পারিলাম না' এমন একটি ভাব পরিলক্ষিত হয়। এক মাসের বেতন-অর্থাৎ সরকারী অংশ কমপক্ষে দেড় মাস পরে পাওয়া যায়। গত মে মাসের বেতনের সরকারী অংশ পাওয়া গেল জুলাই মাসের ১৭ তারিখে, আর জুন মাসের বেতন জুলাই মাস প্রায় শেষ হইতে চলিল অথচ এখনও দেওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এই রেওয়াজ পূর্ববর্তী সরকারের আমলে ছিল। বর্তমানেও অব্যাহত আছে। অথচ ফলাফলের দিক দিয়া দেখা যায়, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই ভাল করিতেছে সরকারীগুলির তুলনায়। বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশ প্রদানে এই যে বিলম্ব—যাহা অনীহারই নামান্তর—ইহার পিছনে কি কারণ কাজ করিতেছে সে ব্যাপারে কোন সদুত্তর আজও পাওয়া যায় নাই। আমরা বুঝিতে পারি না, কর্তৃপক্ষ কি জানেন না যে, বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদেরও জীবন আছে, সংসার আছে? তাঁহাদের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠানে আন্তরিকতার সহিত কাজ করেন। যোগ্যতার দিক বিবেচনা করিলেও বলিতে হয় তাঁহারা সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের সমমানের। তাহার পরও সরকার এই দুই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে দুই চোখে দেখেন কেন তাহা বোধগম্য নয়। আশা করি, সরকারী কর্তৃপক্ষ মানবিক দিক বিবেচনা করিয়া বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশ প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রদানের ব্যবস্থা নিয়া আমাদের সমাজে সুস্থ ভাবে বাঁচার সুযোগ করিয়া দিবেন।

—মোঃ শহীদুল্লাহ, প্রভাষক, রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ, ভৈরব।